যায়যায়দিন

তারিখ 18 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যোগ্য ৫ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাদ পড়ল এমপিও থেকে

এম মামুন হোসেন

অনেক নাটকীয়তা এবং সংযোজন-বিয়োজন শেষে তৃতীয়বারের মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওর (মাসুলি পেমেন্ট অর্ডার) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমপিওভুক্তির জন্য ৭৫ হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের মধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ে ৭ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওর জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। সর্বশেষ তালিকায় মোট ১ হাজার ৬১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আবেদন করা যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমপিও থেকে বাদ পড়েছে ৫ হাজার ৩৮৮টি। নতুন তালিকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ১৯০টি। পুরনো তালিকা থেকে ৬১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ৭ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিও করা প্রয়োজন। আবেদন করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৭ ভাগের ৬ ভাগ বাদ পড়েছে। ১০ বছর পর এমপিওভুক্ত করা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সীমিত বাজেটের কারণে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিও করা সম্ভব হয়নি। ১৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিতে প্রায় ১৫ হাজার লোক চাকরি পেল। প্রতি বছর নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমে এমপিও করার মাধ্যমে সব যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

বুধবার সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোমেনা মনি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে নতুন ১৯০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও প্রদানের আদেশ জারি করেন। প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একই সঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে করা দ্বিতীয় তালিকা থেকে ৬৪ প্রতিষ্ঠানের এমপিভুক্তির আদেশ বাতিল করা হয়। দ্বিতীয় দফা তালিকায় এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪৮৩টি। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রথম তালিকায় সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান। তৃতীয় তালিকার ১ হাজার ৬১০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জুনিয়র স্কুল ৫২৯টি, সেকেন্ডারি স্কুল ৩৫৮টি, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ১০৫টি, এইচএসসি (বিএম) কলেজ ১৫৫টি, স্কুল অ্যান্ড কলেজ ২৩টি, ভোকেশনাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২৬টি, ডিগ্রি কলেজ ২৫টি, দাখিল মাদ্রাসা ২৪৮টি, আলিম, মাদ্রাসা ৩১টি এবং ফাজিল মাদ্রাসা ১০টি এমপিওভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় দফায় ৩১ মে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের মনোনীত তালিকা থেকে ৬১ প্রতিষ্ঠানের এমপিভুক্তির আদেশ বাতিল করা হয়। ঘোষিত তালিকায় বাদপড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ একটি, এইচএসসি (বিএম) কলেজ ছয়টি, জুনিয়র স্কুল ২০টি, সেকেন্ডারি স্কুল নয়টি, ভোকেশনাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০টি, দাখিল মাদ্রাসা ১২টি এবং আলিম মাদ্রাসা তিনটি।

প্রতি বছর চলবে এমপিওভুক্তির কাজ

পুনর্বহাল ও নতুন এমপিওভুক্ত ১৯০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভোকেশনাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাতটি, ডিগ্রি কলেজ সাতটি, দাখিল মাদ্রাসা ২২টি, আলিম মাদ্রাসা চারটি, ফাজিল মাদ্রাসা দুটি, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ২৬টি, এইচএসসি (বিএম) কলেজ ২২টি, জুনিয়র স্কুল ৪৯টি, স্কুল অ্যান্ড কলেজ আটটি এবং সেকেন্ডারি স্কুলের সংখ্যা ৪১টি। প্রথম তালিকা থেকে বাদপড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠান নতুন তালিকায় পুনর্বহাল হয়েছে।

৬ মে মধ্যরাতে ১ হাজার ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অর্থযুগের এমপিওভুক্তি বন্ধের বন্ধ্যাত্ব দূর হয়। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পরপরই ব্যাপক সমালোচনার জন্ম হয়। শিক্ষকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীদের রোষের মুখে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিনকে এমপিওর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এমপিও সংক্রান্ত নথিপত্র ১৬ মে উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হয়।

পর্যালোচনার পর উপদেষ্টা ৩১ মে এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত তালিকা তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। উপদেষ্টার তালিকা মন্ত্রণালয় কোনো ধরনের যাচাই ছাড়া ওইদিনই প্রকাশ করে। ওই তালিকায় ১ হাজার ৪৮৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রথমবারের প্রকাশিত তালিকা থেকে নতুন তালিকায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪৬১টি। পুরনো তালিকা থেকে ১০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দেয়া হয়। এ তালিকা প্রকাশের পরও ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী আবার তালিকা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। মন্ত্রণালয় উপদেষ্টার তৈরি করা তালিকা সঙ্গে কিছু প্রতিষ্ঠান সংযোজন-বিয়োজন করে তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম অনুযায়ী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়, এরপর একাডেমিক স্বীকৃতি। তারপর শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যোগ্যতা মূল্যায়নের পরই এমপিওভুক্তির অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ২০০৪ সালের শেষদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমান সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন এমপিওভুক্তির জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখার পর গত বছরের ১১ জুন এ সম্পর্কিত একটি নীতিমালার সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি গত ৩ জানুয়ারি সুপারিশমালাটি প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সুপারিশমালা বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করে। ১৯৯৭ সালে এমপিওভুক্তির জন্য সর্বশেষ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছিল। এ নীতিমালার আলোকে কমিটি নতুন নীতিমালা তৈরি করে।